সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১৬ আগস্ট ২০২৫ | শনিবার

নিজে নির্বাচন করার কোনো ইচ্ছে নেই জানালেন ড. ইউনূস

ডেস্ক রিপোর্ট: সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ অথবা নিজে নির্বাচন করার কোনো ইচ্ছে নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
সম্প্রতি মালয়েশিয়া সফরে গিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা বার্নামাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রফেসর ইউনূস। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সাক্ষাৎকারটির কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে।
বার্তাসংস্থাটিকে তিনি বলেছেন, “না, রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, আমি সেই লোক নই।”
প্রফেসর ইউনূস জানিয়েছেন, সংস্কারের যে লক্ষ্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার কাজ।

তিনি বলেছেন, “গত এক বছরে আমরা অনেকটা পথ এসেছি। এই আগস্টে আমরা আমাদের প্রথম বছর সম্পন্ন করেছি এবং আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি।”
প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন, তার অন্যতম বড় অর্জন হলো ঐকমত্য কমিশন গঠন করা। যেটি ১১টি সংস্কার কমিশনের ওপর ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে।
ঐকমত্য কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কার প্রতিবেদন এ মাসের শেষের দিকে দিতে পারে। যারমাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা গঠন করা যাবে।
ড. ইউনূস বলেন, “আমরা এটির শেষ দিকে আসছি। সম্ভবত এ মাসের শেষ দিকে, আমরা ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন পাব।”

ছবিঃ প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস

এই ঐকমত্য কমিশনকে রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ও অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে সম্মতি আদায়েরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, “রাজনৈতিক বিষয়ে, আপনার একটি ঐকমত্য প্রয়োজন। সংসদ এককক্ষ বিশিষ্ট নাকি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে— এটি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে।” দেশ এখন সঠিক পথে যাওয়ায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। আর এবারের নির্বাচনটি আগের তিনটি ‘মিথ্যা’ নির্বাচনের চেয়ে ভালো হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেছেন, “অনেক বছর পর প্রথমবারের মতো, জনগণ একটি নির্বাচন পাবে।

পাকিস্তান ও চীনের মতো ভারতের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ: সিএনএ টিভিকে ড. ইউনূস

ডেস্ক রিপোর্ট: আবারও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, পাকিস্তান, চীনের মতো ভারতের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে আছে নেপাল ও ভুটান। এতে ভারতের সেভেন সিস্টার্সও থাকতে পারে এবং বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে সুবিধা ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

ছবিঃ সিএনএ কে দেওয়া প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস এর সাক্ষাৎকার

সিঙ্গাপুরভিত্তিক সিএনএ টিভি চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। বুধবার দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারটির চৌম্বক অংশ কালের কণ্ঠের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো :

দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পর লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পেরেছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ডক্টর ইউনূস বলেন, ‘আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এটি কখনো সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। নিজেরা স্থির করা লক্ষ্যগুলো অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছি। একটি লক্ষ্য ছিল সংস্কার—অনেক কিছু সংস্কারের প্রয়োজন। কারণ আমাদের রাজনৈতিকব্যবস্থা, নির্বাচনব্যবস্থা ইত্যাদিসহ যেসব ব্যবস্থা পেয়েছি তার সবই ছিল জালিয়াতির, সবকিছুর ছিল অপব্যবহার এবং শোষণ, যাতে একটি ফ্যাসিস্ট সরকার তৈরি হয়। ওই সরকার এই সুযোগ নিয়েছে। পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, কেউ অনির্দিষ্টকালের জন্য তর্ক করতে পারে যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমে নির্বাচন, তারপরে সংস্কার। প্রথমে সংস্কার, তারপরে নির্বাচন। সম্ভবত এটিই একটি কারণ যার জন্য বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে তাৎক্ষণিক অগ্রগতির অভাব রয়েছে, যাঁরা আপনার সরকারে অবদান রাখছেন নির্বাচন কখন হবে এবং আপনি কী ধরনের নির্বাচন চান সে বিষয়ে এক ধরনের ঐক্যে পৌঁছতে। যদি আমরা নির্বাচন দিয়ে শুরু করি, তাহলে আমাদের সংস্কারের প্রয়োজন নেই, বিচারের প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন হলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তাহলে সবকিছু নির্বাচিতদের হাতে চলে যাবে। কল্পনা করুন, অন্য দুটি কাজ না করেই আপনার নির্বাচন হয়েছে। তারপর আপনি আবার সেই পুরনো সমস্যায় ফিরে যাবেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াব না। আমরা (ভারতকে) বলেছি, তোমরা তাঁকে রাখতে পারো। আমাদের বিচার চলবে। বিচারই তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করবে। কিন্তু বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার কোনো সুযোগ কাউকে দেওয়া উচিত নয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের তুলনায় পিছিয়ে গেছে ভারতের সম্পর্ক— এমন প্রশ্নের জবাবে ডক্টর ইউনূস বলেন, পাকিস্তান, চীনও ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায়। আমরা কখনো বলিনি যে, আমরা ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই না। শুধু বলছি সমস্যাগুলো কী? আমরা ব্যাখ্যা করেছি, বাংলাদেশের অর্থনীতি এত বিস্তৃত অর্থনীতি, যা আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ আমরা নেপাল এবং ভুটানকে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে আনতে পারি এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স বা সাতটি রাজ্যও এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে থাকতে পারে। কারণ আমরা বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে একই সুবিধা ভাগ করে নিতে পারি।

শেখ হাসিনা সরকারের নজরদারি সরঞ্জাম ক্রয় খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন

ডেস্ক রিপোর্ট: শেখ হাসিনা সরকারের সময় দেশে নজরদারির সরঞ্জাম ক্রয়ের বিষয় খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি-বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। কমিটি খতিয়ে দেখবে কীভাবে, কোথা থেকে এবং কত দাম দিয়ে এসব যন্ত্র কেনা হয়েছে এবং কীভাবে এর ব্যবহার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, খবর বাসস।
শফিকুল আলম বলেন, সারভেইলেন্সের যন্ত্রপাতি বিগত সরকারের সময় কেউ বলছেন— প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারে কেনা হয়েছে, কেউ বলছেন ২০০ মিলিয়ন ডলারে এগুলো কেনা হয়েছে। পুরো রিপোর্টে আমরা যা পড়েছি সেখানে পুরোপুরি স্পষ্ট— গত স্বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশের মানুষের নাগরিক অধিকার হরণের জন্য নজরদারির যন্ত্রপাতি, স্পাইওয়ার ব্যবহার করেছে। এই অবৈধ নজরদারি করার জন্য আমার-আপনার ন্যূনতম বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সংবিধানে যে গোপনীয়তার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটাকে তারা খর্ব করেছে।

ছবিঃ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব এর ব্রিফিংয়

উপদেষ্টা পরিষদের সভায় কমিটি করে দেওয়া হয়েছে, এটা তদন্ত করার জন্য। কত টাকা দিয়ে এগুলো কেনা হয়েছে, কোথা থেকে এগুলো কেনা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে, যদিও রিপোর্টে বলা হয়েছে— অনেক কিছু ইসরায়েল থেকে কেনা হয়েছে। এই পুরো বিষয়গুলো কমিটি খতিয়ে দেখবে।
চলমান সংস্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম— সংস্কার কমিশনগুলোর ১২১টি সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন আছে। তার মধ্যে ১৬টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ১৪টি আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন আছে।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে শফিকুল আলম বলেন, আরও ২৪৬টি আশু করণীয় সংস্কার সুপারিশ এসেছে, এগুলো বাস্তবায়নাধীন বলে জানানো হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদে। মোট ৩৬৭টি সুপারিশের কথা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৭টি বাস্তবায়ন হয়েছে।
সুপারিশগুলোর মধ্যে ৮২টি হচ্ছে শ্রম বিষয়ে। বৈঠকে শ্রম উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ৮২টি সুপারিশের মধ্যে অনেকগুলো বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে আছে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের ৭১টি সুপারিশ আশু বাস্তবায়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ৩৭টি, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের ৩৩টি, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ২৩টি।
প্রেস সচিব জানান, যেসব সুপারিশ খুব দ্রুত বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলো খুব দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, পুলিশের জন্য কীভাবে মারণাস্ত্র কেনা হয়েছিল এটা নিয়েও রিপোর্ট হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। কীভাবে এগুলো কেনা হয়, কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মরদেহ উদ্ধার

ডেস্ক রিপোর্ট: রাজশাহীর পবা উপজেলার বামুনশিকড় এলাকায় একই পরিবারের চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে ওই এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাদের মরদেহ পাওয়া গেছে। মতিহার থানা পুলিশের সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) কালাম পরভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ছবিঃ নিহতদের পরিবারের আহাজারি

নিহতরা হলেন- মিনারুল ইসলাম (৩০), তার স্ত্রী সাধিনা বেগম (২৮), ছেলে মাহিম (১৩), মেয়ে মিথিলা (১৮ মাস)। মাহিম খড়খড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত।
আবদুল মালেক নামে একজন বলেন, মনিরুল ইসলাম কৃষি কাজ করেন। জানা মতে তার ঋণ রয়েছে। তারা মাটির ঘরে বসবাস করেন। পরিবারে চারজন সদস্যই মারা গেছে। এরমধ্যে উত্তরের ঘরে মা ও মেয়ে, আর দক্ষিণের ঘরে ছেলে ও বাবা মিনারুল ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল।

গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়ল ১৪ দিন

ছবিঃ গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির 'জুলাই পদযাত্রার' সমাবেশ ঘিরে হামলা ও সহিংসতার ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ।

ডেস্ক রিপোর্ট: গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির 'জুলাই পদযাত্রার' সমাবেশ ঘিরে হামলা ও সহিংসতার ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) কমিশন ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের মেয়াদ আগামী ২৭ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।
গত ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবু তারিককে সভাপতি করে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করে সরকার।
সেই সময় জারি করা প্রজ্ঞাপনে তিন সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার কথা ছিল। সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে বুধবার (১৩ আগস্ট)। এর মধ্যে তদন্ত শেষ না হওয়ায় আরও দুই সপ্তাহ সময় বাড়াল সরকার।

কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান, জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মো. সাইফুল ইসলাম, ২১ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহীদুর রহমান ওসমানী, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের পরিচালক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক সরদার নূরুল আমিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাজ্জাদ সিদ্দিকী।

এর আগে ১২ ও ১৩ অগাস্ট তদন্ত কমিশনের সভাপতিসহ ছয় সদস্য গোপালগঞ্জে থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, নিহতদের পরিবারের সদস্য, প্রশাসন, পুলিশ কর্মকর্তা ও সংবাদ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন।
এর আগে ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার সহিংসতায় চারজন মারা যান।
পরদিন রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৫টি মামলায় ১৬ হাজার ১৬২ জনকে আসামি করা হয়েছে। এসব মামলায় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের এক হাজার ২৫২ জনের নাম এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১৪ হাজার ৯১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

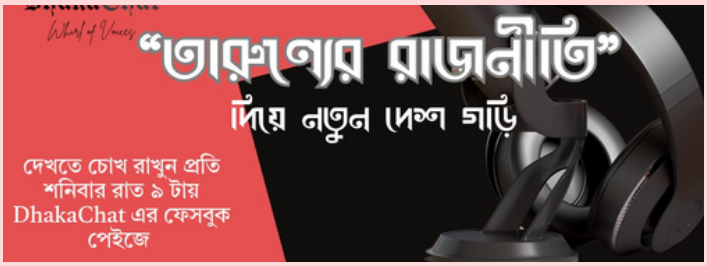

ঢাকাচ্যাট তারুণ্যের রাজনীতির আজকের লাইভ -

ফিল্পসের আয়োজনে ঢাকায় 'ব্যাংকার্স মিট' অনুষ্ঠিত

ডেস্ক রিপোর্ট: বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় ‘ব্যাংকার্স মিট’ আয়োজন করল সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ফিনটেক কোম্পানি ফিল্পস লিমিটেড।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রেডিসন ব্লু হোটেলে এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করে সিটি ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক ও এবি ব্যাংক, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।
অনুষ্ঠানে নিজেদের ডিজিটাল ঋণ প্রযুক্তি ও গ্রাহক অনবোর্ডিং সল্যুশন তুলে ধরে ফিল্পস লিমিটেড। এ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যাংক খাতকে কীভাবে গ্রাহকবান্ধব করছে তাও দেখানো হয়।
ফিল্পসের কান্ট্রি ম্যানেজার তুষার হাসান বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ও গভীর সম্পর্ক তৈরি করা এবং তাদের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে আমাদের সমাধানগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।”
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে কীভাবে আর্থিকখাতে পরিবর্তন আসছে তা অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন খ্যাতনামা লেখক ব্রেট কিং।

ছবিঃ ব্রেট কিং, ফিল্পস লিমিটেড

প্রথাগত ব্যাংকের সঙ্গে ডিজিটাল ব্যাংকের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে জানিয়ে তিনি বলেন, “২০-৩০ বছর পর ব্যাংকিং খাত পুরোপুরি প্রযুক্তি নির্ভর হবে। দিন দিন নগদ টাকার ব্যবহার কমছে, যা সামনে আরো কমে যাবে। ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রযুক্তিই অন্য রকমের ব্যাংক খাতকে পরিচয় করিয়ে দেবে।”
ব্রেট কিং বলেন, “বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভরই হতে হবে, কারণ আগামীতে আর্থিক খাতে প্রযুক্তির ব্যাপক রকমের পরিবর্তন আসবে।”
জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, “বায়ু দূষণ অনেক বড় রকমের সমস্যা। নীল আকাশ দেখা যায় না কালো ধোঁয়ার কারণে। তাই কাঠামোগত পরিবর্তন করা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।”
অনুষ্ঠানে ফিল্পসের তরফে সিটি ব্যাংক ও এবি ব্যাংকের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বের ঘোষণা দেন ব্রেট কিং।
সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, “ফিনটেক খাতে এমন উদ্যোগ সময়োপযোগী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। আমরা ফিল্পসকে ধন্যবাদ জানাই ব্রেট কিং’কে বাংলাদেশে আনার জন্য।”

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com